রেফারিং এবং ফেভারিটদের বিদায়

লিখেছেন **নাসিম আহমেদ**

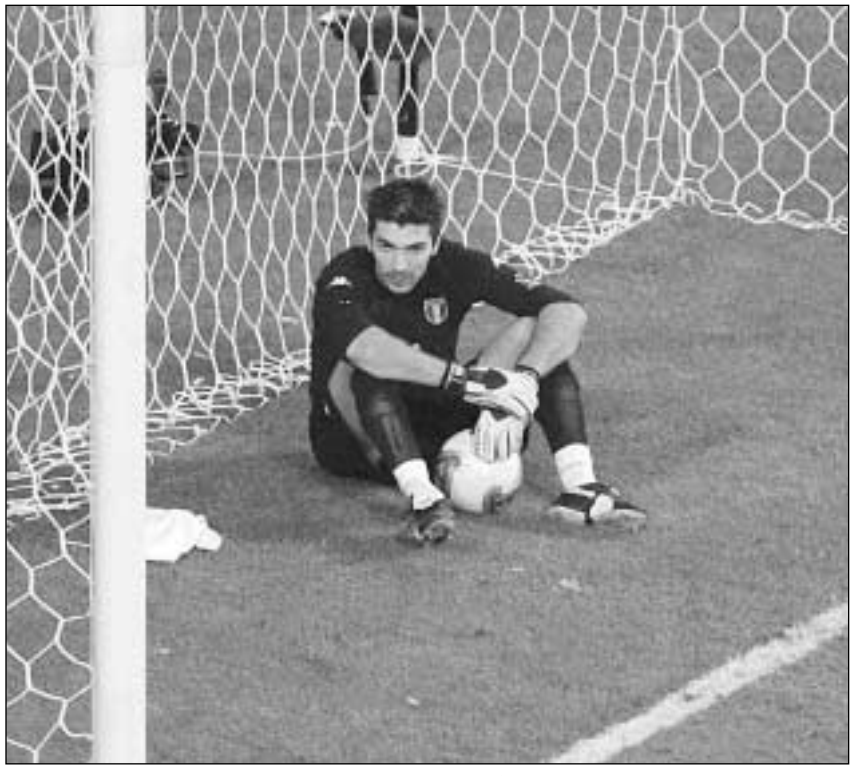

হতাশ বুফন, হতাশ ইটালি

জোরে জোরে মাথা নাড়ছেন ট্র্যাপাটোনি। তার মাথা নাড়ার ধরন দেখে মনে হলো দুঃস্বপ্ন তাড়ানোর চেষ্টা করছেন। গ্রুপের প্রথম ম্যাচের পর থেকে রেফারির ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হয়েছেন 'আজ্জুরি'রা। বিশ্বকাপ শুরুর আগে ব্যাজ্জিওকে দলে না নেয়ায় কোচ ট্র্যাপাটোনি সমালোচিত হয়েছেন। অনেকেই বলেছিলেন ব্যাজ্জিওকে দলে নেয়া উচিত ছিলো। তিনি ম্যাচ বের করার ক্ষমতা রাখেন। কথাটা হয়তো ভুল নয়। কিন্তু যেভাবে ইটালির বিপক্ষে কয়েকটি ম্যাচে সিদ্ধান্ত গেছে তাতে পনিটেল 'ব্যাজ্জিও' দলে থাকলেও ম্যাচের ফলাফল পাল্টাতো কি না সন্দেহ। এবারে আজ্জুরিরা চমৎকার দল গড়েছিলো। প্রতিটি পজিশনে কোচ চেষ্টা করেছেন ইনফর্ম খেলোয়াড়দের নিতে। এই কাজে অভিজ্ঞ ট্র্যাপাটোনি ছিলেন শতভাগ সফল। ব্যর্থ ছিলেন অন্য জায়গায়। খেলোয়াড়দের ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি। পুরো স্কোয়াডে ছিলো জুভেন্টাস অ্যান্টি জুভেন্টাস মনোভাব। যা দেখা গেছে পুরো খেলাতেও। ভিয়েরি, দেল পিয়েরো ছিলো ঠান্ডা লড়াই। এ জন্য ভিয়েরির পায়ে বল থাকলে তিনি নিজে চেষ্টা করেছেন। না পারলে বল দিয়েছেন টট্টিকে। দেল পিয়েরো ফাঁকা অবস্থায় কিংবা মার্কিংয়ে না থাকলেও তাকে বল দেয়া হয়নি। টট্টি, ভিয়েরি, ইনজাঘি, ডি লিভিও, পানুচ্চি এই পাঁচজন যে জোট গড়েছিলেন তার প্রভাব পড়েছিলো প্রতিটি খেলায়। একমাত্র ডিফেন্সেই মালদিনি, ক্যানাভারো, নেস্তার মধ্যে বোঝাপড়া ছিলো ভালো। বহুদিনের এই ব্যাক লাইনের তিনজনের বোঝাপড়া ছিলো। দলের দ্বিধাবিভক্ত মনোভাবকে বশে আনতে কোচ ট্র্যাপাটোনি বারবার বলছিলেন তার প্রথম পছন্দ 'ভিয়েরি-ইনজাঘি'। এর মূল কারণ ছিলো দলের আক্রমণের সমন্বয় বজায় রাখা। টট্টি-ভিয়েরি জুটির প্রভাব কমাতে শেষ পর্যন্ত অধিনায়কত্ব দেয়া হয় মালদিনিকে। তবে তারপরও প্রভাব কমছিলো না। কোচের পরিকল্পনায় আরও সমস্যা হয় যখন ইনজাঘি আহত হয়। তার ওপর মেক্সিকোর সঙ্গে দেল পিয়েরো-মন্টেলা জুটির সাফল্যে। দ্বিতীয় রাউন্ডে কোচ রক্ষণভাগকে নতুন-ভাবে সাজাতে বাধ্য হন। ক্যানাভারো ছিলেন সাসপেন্ড। আর মূল ভরসা নেস্তা ছিলেন আহত। কোরিয়ার বিপক্ষে ট্র্যাপাটোনি নতুন করে ডিফেন্স লাইন সাজান। মালদিনি এই টুর্নামেন্টে তার সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেননি। কিন্তু দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে কোচ বাধ্য হন মালদিনিকে প্রতিটি ম্যাচে খেলাতে। তাকে মাঠ থেকে তোলার চিন্তাভাবনা করেননি কখনোই।

টট্টির লাল কার্ড। বিশ্বকাপের সবচেয়ে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত

ইটালির প্রতিটি ম্যাচে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলেছেন জামব্রোটা, টমাস্সি এবং

ডনি। কিন্তু দলাদলির চক্করে পড়ে ডনি অন্যান্য ম্যাচে খেলতে পারেননি। ট্যাকটিক্যাল ভুল নয়, ইটালি মূলত হেরেছে তাদের দলাদলির কারণে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে দুর্ভাগ্য এবং রেফারিং। ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে আজ্জুরিদের যে দুটো গোল বাতিল করা হয়েছে তা হাস্যকর। প্রথম গোলে অফসাইড ছিলেন না ভিয়েরি। আর দ্বিতীয় গোলটিতে ফাউল হওয়ার সময় বল ছিলো গোল লাইনের ওপর। আর কোরিয়ার সঙ্গে টমাস্সির যে গোলটি অফসাইডের কারণে বাদ দেয়া হয়েছে তা অফসাইড ছিলো না কখনোই। টমাস্সির সমান্তরালে দু'জন কোরিয়ান খেলোয়াড় ছিলেন তখন। দ্বিতীয় রাউন্ডের সে খেলাতে টট্টির লাল কার্ড নিয়েও অনেক বিতর্ক চলছে। ফিফা নিজেও এখন বলছে কার্ডটি হয়নি। এই বিবৃতি তারা দিয়েছে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে সমালোচিত হবার পরেই। কার্ড সমস্যা অবশ্য এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম ঘটনা। হাতে গোনা কয়েকটি খেলা ছাড়া বাকিগুলোতে বিতর্ক জড়িয়ে আছে। জার্মানি-ক্যামেরুন খেলায় রেফারিং ছিলো সব চেয়ে জঘন্য। বেলজিয়াম-ব্রাজিল খেলায় কার্লোসের হলুদ কার্ডের ব্যাখ্যাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ইংল্যান্ড-ব্রাজিল খেলায় রোনালদিনহোর লালকার্ড ছিলো বাড়াবাড়ি। পর্তুগাল-কোরিয়া খেলাতেও রেফারিং-এর মান নিচু। ফ্রান্সের অঁরিকে অহেতুক লাল কার্ড দেখিয়েছিলেন রেফারি। ঐ ম্যাচে একই রকম ফাউল করে পার পেয়েছেন উরুগুয়ের দারিও সিলভা। যখন দুটো সমমানের দল মাঠে খেলে তখন সামান্য একটি সিদ্ধান্তই পাল্টে ফেলতে পারে খেলার ফলাফল। বলছি না কোরিয়া খারাপ খেলেছে। কিন্তু টট্টির লাল কার্ড ট্যাকটিক্যালি ইটালিয়ানদের দুর্বল করে দিয়েছিলো। মাঠের পরিবেশ, গতিশীল কোরিয়ানদের আটকাতে এমনিতেই আজ্জুরিরা হিমশিম খাচ্ছিলো। তার ওপর প্লেমেকার বাদ পড়ায় অবস্থা আরও সঙ্গিন হয়ে ওঠে। টট্টির জায়গায় দেল পিয়েরো খেলতে পারতেন। কিন্তু তাকেও কোচ উঠিয়ে নেয়ায় সমস্যায় পড়ে ইটালি। একই রকম সমস্যায় পড়তে পারতো ব্রাজিল। কিন্তু স্কলারির দূরদর্শিতা এবং ব্রাজিলের চমৎকার ডিফেন্সিভ কৌশলের প্রয়োগ তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। রোনাল-দিনহোর লাল কার্ডটি যদি খেলার অমীমাংসিত অবস্থায় দেখানো হতো তাহলে ব্রাজিলের জন্য ব্যাপারটি আরও কঠিন হতো। ইংরেজদের ট্যাকটিক্যাল ভুল এবং ব্রাজিলের পরিকল্পনা মাফিক খেলা ম্যাচটির ব্যবধান গড়ে দিয়েছে।

স্কলারির মতো ট্র্যাপাটোনি সুবিধা পাননি। কারণ লাল কার্ডটি এসেছে খেলার শেষ দিকে। যখন কোচ বদলি খেলোয়াড় মাঠে নামিয়ে ফেলেছেন। এবারের বিশ্বকাপে রেফারি এবং লাইন্স ম্যানের ম্যাচ পরিচালনা নিয়ে অনেক তোলপাড় হবে। আগামী বিশ্বকাপের আগেই ফিফাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিভাবে ম্যাচ পরিচালনা হবে। দু'জন রেফারি, চারজন লাইন্সম্যান নাকি রিপ্লে? ম্যাচ পরিচালনার কাঠামো না বদলালে ফুটবলে দর্শক ফেভারিটদের কপালে আরও দুর্ভোগ নেমে আসতে পারে। ফিফার ফুটবল ব্যবসার জন্য যা নেতিবাচক ফল নিয়ে আসবে।

ইটালিকে হারিয়ে উল্লসিত কোরিয়ান দল

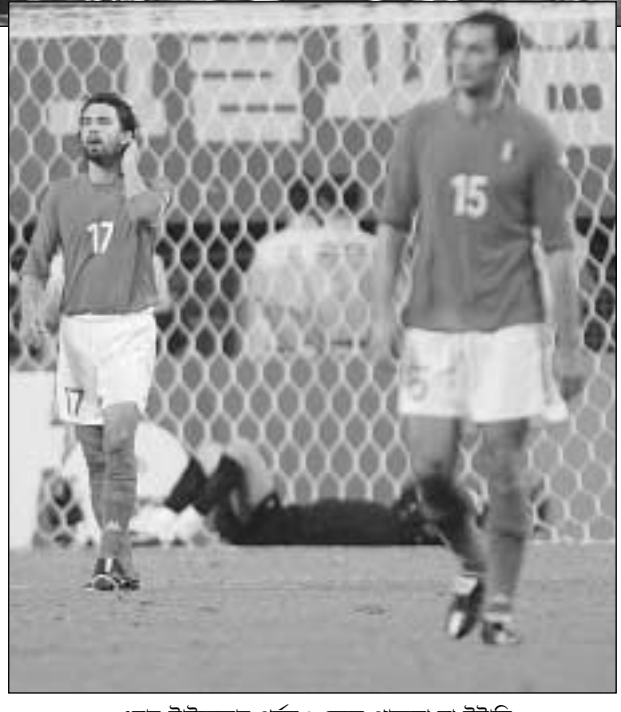

এবার টাইব্রেকার পর্যন্তও যেতে পারলো না ইটালি